মাদানী মাশওয়ারা

মারকাযী মজলিশে শূরার

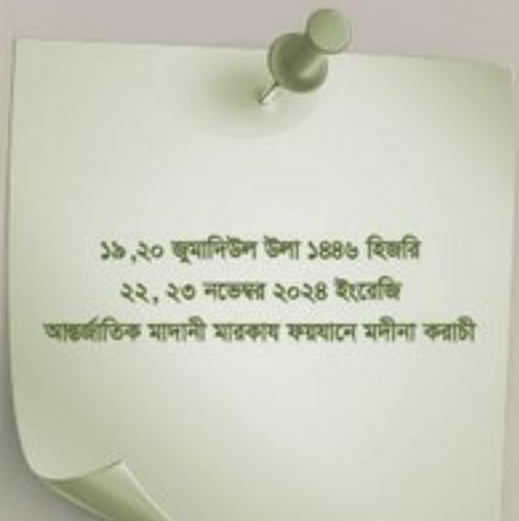

১৯,২০ জুমাদিউল উলা ১৪৪৬ হিজরি

২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৪ ইংরেজি

আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, আল্লাহ পাক তার প্রতি ১০টি রহমত অবতীর্ণ করেন। (সহীহ মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মজলিশে মারকাযী শূরার মাদানী মাশওয়ারা, ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, পাকিস্তান মুশাওয়ারাত, ডিভিশন নিগরান, পাকিস্তান পর্যায়ের বিভাগের নিগরান মজলিশ, আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাত (ইসলামী বোন) (আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাতের ইসলামী বোনেরা আলাদাভাবে পর্দাযুক্ত স্থানে থেকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন)

১৯,২০ জুমাদিউল উলা ১৪৪৬ হিঃ	আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচী	২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৪ ইং

ইসলামে লজ্জার গুরুত্ব

★ ইসলামে লজ্জাকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লজ্জার অর্থ হলো: দোষ লাগানোর ভয়ে গোপন থাকা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ বৈশিষ্ট, যা ঐ সকল বিষয় থেকে বিরত রাখে, যা আল্লাহ পাক এবং সৃষ্টির নিকট অপছন্দনীয়। ★ আল্লাহ পাকের প্রতি লজ্জা হলো যে, তাঁর প্রভাব ও মহত্ব এবং তাঁর ভয় অন্তরে স্থান দেয়া এবং ঐ সকল প্রত্যেক কাজ থেকে

www.dawateislami.net

বিরত থাকা, যা দ্বারা তার অসন্তুষ্টির আশংঙ্কা রয়েছে। ★ মানুষের লজ্জায় এমন কোন কাজ থেকে বিরত থাকা, যা তাদের নিকট ভালো নয়, তাকে সৃষ্টির প্রতি লজ্জা বলা হয়। এটাও ভালো বিষয় যে, সাধারণ মানুষকে লজ্জা করা, দুনিয়াবী মন্দ থেকে বিরত রাখবে এবং ওলামা ও সালেহীনদের লজ্জা করা, দ্বীনি মন্দ থেকে বিরত রাখবে কিন্তু লজ্জা উত্তম হওয়ার জন্য জরুরী যে, সৃষ্টিকে লজ্জা করতে গিয়ে যেনো সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা হয় আর না কারো হক আদায়ে সেই লজ্জা প্রতিবন্ধক হয়। (লজ্জাশীল যুবক, ৭, ৮ পৃষ্ঠা) ★ একাকীত্বেও তাকওয়া ও লজ্জা থাকা উচিত। ★ বাআমল মুবাল্লিগের কথায় প্রভাব হয়ে থাকে, এর কারণে তার ঘর, পরিবার এবং এলাকায় দ্বীনি কাজে উন্নতি হয়ে থাকে। ★ বান্দা শুরুতে গুনাহ করতে ভয় পায়, যখন সে গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন ভয় দূর হয়ে যায়। ★ ইন্টারনেটে অযথা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণেও লজ্জা কমে যাচ্ছে।

লজ্জা সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী

(১) নিশ্চয়ই প্রতিটি ধর্মের একটি বিশেষ গুণ থাকে এবং ইসলামের গুণ হলো লজ্জা। (সুনান ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬০, হাদীস ৪১৮১) অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের কোন না কোন বিশেষ স্বভাব বা অভ্যাস থাকে, যা অন্য স্বভাবের চেয়ে প্রাধান্য পায় আর ইসলামের সেই স্বভাব হলো লজ্জা। এই কারণেই যে, লজ্জা এমন একটি গুণ, যা নৈতিকতার পূর্ণতা, ঈমানের দৃঢ়তার কারণ এবং এর লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম। (২) ঈমানের ৭০টিরও বেশি শাখা রয়েছে, এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ৩৯, হাদীস ৩৫) (৩) লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৬/২৯১, হাদীস ৭৪৬৩) অর্থাৎ

www.dawateislami.net

যেভাবে ঈমান একজন মুমিনকে কুফরী কাজ থেকে বিরত রাখে, ঠিক তেমনি লজ্জা মানুষকে অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে। এ কারণে একে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। (৪) নিশ্চয় লজ্জা ও ঈমান একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। যখন একটি উঠে যায়, তখন অপরটিও উঠিয়ে নেওয়া হয়। (আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ১/১৭৬, হাদীস ৬৬) (৫) আল্লাহ পাককে এমনভাবে লজ্জা করো, যেমন লজ্জা করার অধিকার রয়েছে। আরয করা হলো: আমরা তো আল্লাহ পাককে লজ্জা করি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এটি নয়, বরং আল্লাহ পাককে প্রকৃত লজ্জা করার অর্থ হলো: মাথা ও মাথার মধ্যে যত অঙ্গ রয়েছে তা এবং পেট ও পেটে যত অঙ্গ জড়িয়ে আছে, এসবের হেফাজত করা এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে পচন-গলনের কথা স্মরণ রাখা। আর আখিরাত কামনাকারীর দুনিয়ার শোভা ও অলঙ্কার ত্যাগ করা। তবে যে ব্যক্তি এমনটি করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাককে লজ্জা করার হক আদায় করলো। (মুসনাদে আহমদ, ২/৩৩, হাদীস ৩৬৭১) (৬) যখন তোমার মধ্যে লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছা করো। (আল ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হিব্বান, ৩/২, হাদীস ৬০৬) এই বাণী সতর্কতা ও ভীতি প্রদানের জন্য যে, যা ইচ্ছা করো, যেমন কর্ম হবে, তেমন ফল পাবে। খারাপ বা বেহায়াপূর্ণ কাজ করলে, তবে এর শাস্তি পাবে।

মুমিন হলো মুমিনের জন্য আয়না

রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ, যদি তার মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পাও, তবে সেটি দূর করে দাও। (তিরমিযী, ৩/৩৭৩, হাদীস ১৯৩৬)

www.dawateislami.net

মুফাসসীরে কোরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: যেভাবে আয়না মুখের সকল দোষ এবং গুণ প্রকাশ করে দেয়, ঠিক সেভাবেই একজন মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ তাকে জানিয়ে দেয়, যাতে সে নিজের সংশোধন করতে পারে। মোটকথা হলো যে, অপমান করা নিষেধ, সংশোধন করানো সাওয়াবের কাজ। (আরও লিখেন:) আয়না এই কারণেই দেখা হয় যে, যাতে নিজের মুখের ছোট-বড় দাগ নযরে আসে। চিকিৎসকের কাছে এই কারণেই যাওয়া হয় যে, যাতে রোগের চিকিৎসা হয়। ঠিক তেমনই, মুমিনদের সান্নিধ্য অত্যন্ত উপকারী। এ কারণেই সূফি সাধকগণ বলেন: সবসময় নিজের মুরিদ, নিজের ছাত্রদের সাথে বসো না, যারা সর্বদা তোমার প্রশংসাই করতে থাকে বরং মাঝে মাঝে নিজের মুর্শিদ, নিজের শিক্ষক, নিজের বড়দের পাশেও বসো, যেখানে তোমার নিজের অপূর্ণতা দেখতে পাবে। হাতি পাহাড় দেখে নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করে। সবসময় রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ত্বের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করো, যাতে নিজের গুনাহ, নিজের অপূর্ণতা অনুভব হতে থাকে। মুহাককীক সূফিরা এই হাদীসের এই অর্থ প্রদান করেন যে, যখন মুমিন কোন মুসলমানের মাঝে দোষ দেখে, তবে মনে করে যে, এই দোষ আমার মাঝেই রয়েছে, যা তার মাঝে আমাকে দেখা যাচ্ছে, (এবং সে তার সংশোধনের চেষ্টা করে) যেমন; আয়নায় নিজের যা দাগ দেখা যায়, নিজের মুখেরই হয়ে থাকে, আয়নার নয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৭১)**

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী সমগ্র

✦ এক দরগীর মুহকামগীর অর্থাৎ একটি পথ ধরো, শক্তভাবে ধরো। ✦ দাওয়াতে ইসলামীকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন, এর দ্বীনি কাজে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে যার যে, অন্য কোথাও যাওয়ার যেনো আমাদের সময়ই না থাকে। ✦ চলতে ফিরতে দাওয়াতে ইসলামীর ধারক হয়ে যান, দাওয়াতে ইসলামী যেনো আপনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হয়ে যায়। ✦ যতটা সম্ভব এমন সময়ে বিমানে ভ্রমণ করুন, যখন ভ্রমণের সময় নামাযের ওয়াক্ত না আসে। কারণ বিমানে নামায পড়া, বিশেষ করে যখন অযু করার প্রয়োজন হয়, তা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। তবে যদি নামায পড়ার প্রবল ইচ্ছা থাকে, তাহলে কোনো না কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে, اِنْ شَآءَ الله ✦ কোনো ইসলামী ভাই অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে, তাহলে কৌশলে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। দুই গ্রুপ হলে, তবে উভয়ের কথা আলাদাভাবে শুনুন অতঃপর উভয়কে নম্রতার মানসিকতা দিয়ে সমঝোতা করিয়ে দিন। এটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হবে। এমন যেন না হয় যে, সমঝোতাকারীই রাগান্বিত হয়ে যাবে। ✦ আরও বিস্তারিত জানার জন্য এই পুস্তিকাগুলো; "ক্ষমা ও মার্জনার ফযীলত, অসন্তুষ্টির প্রতিকার এবং শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার" ইত্যাদি পড়ুন। ✦ দ্বীনের কাজ করতে হলে তবে মুবাল্লিককে নম্র হওয়া জরুরী, এভাবে বুঝুন যে, তাকে তার মাথায় বরফ রাখতে হবে (ঠাণ্ডা থাকতে হবে এবং রাগ থেকে বাঁচতে হবে)। ✦ আমাদের যুদ্ধ নফস এবং শয়তানের সঙ্গে, নিজেদের সাথে নয়। ✦ নেকীর দাওয়াত কৌশলের প্রদান করুন। ✦ নিজ দেশে ইসলামী

www.dawateislami.net

ভাইদের ১২টি দ্বীনি কাজ এবং ইসলামী বোনদের জন্য ৮টি দ্বীনি কাজ, প্রতি তিন মাসে ১২% বৃদ্ধি করুন। ✦ বিভাগের যিম্মাদাররাও প্রতি তিন মাসে নিজেদের বিভাগের দ্বীনি কাজ ১২% বৃদ্ধি করুন। ✦ দ্বীনি কাজে অটলতা লাভের জন্য দোয়াও করুন এবং যেই কাজটি করার, তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যান। ✦ অনেক সময় বিরোধ নিজের ভুলের কারণে হয়ে থাকে, সেই ভুলের উপর অটল থাকার পরিবর্তে ভুল স্বীকার করে নিন, কোনো অসতর্কতা থাকলে তাও বর্জন করুন। এতে বিরোধ মিটে যাবে। তবে অনেক সময় অযথা বিরোধীতা শুরু হয়ে যায়, এর সমাধান হলো যে, সেই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরবতা অবলম্বন করুন এবং কোন অবস্থাতেই উত্তর দিবেন না। ✦ এমন শব্দ থেকে বিরত থাকুন, যা ব্যবহারে মানুষের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি করে বা বুঝে আসে না। ✦ আপডেট পরিভাষা: মাদানী কাফেলার পরিবর্তে এখন কাফেলা বলা হবে। (বিভাগের নামও এখন কাফেলা বিভাগ)। ✦ মারকাযি মজলিশে শূরা আমাদের পিতামাতা। (এখানে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী ফুল শেষ হলো।)

নিগরান ও যিম্মাদারদের জন্য মাদানী ফুল

✸ একজন ভালো নিগরান তার নিজস্ব স্বার্থের পরিবর্তে উম্মতের জন্য তার সেবা প্রদান করে। ✸ যে কাজ করে, তার উপর সমালোচনাও হয়ে থাকে; যদি সমালোচনা সঠিক হয়, তবে নিজের সংশোধন করুন এবং অযথা সমালোচনা হলে, তবে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে আরও বেশি দ্বীনি কাজের সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। ✸ আল্লাহ না করুক কেউ

www.dawateislami.net

যদি আমাদের বিরোধিতাও করে (মনে রাখবেন যে, দাওয়াতে ইসলামীতে বিরোধীতা করার অনুমতি নেই) তবে তার বিরুদ্ধে কোন নেতিবাচক কথা বলবেন না, বরং তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার জন্য হেদায়াতের দোয়া করুন। ✸ সফল নিগরান তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলি ত্যাগ করে দেয়। ✸ বলা হয়ে থাকে যে, Every Post has a cost অর্থাৎ প্রতিটি পদ এবং অবস্থানের একটি মূল্য (Payment) থাকে, যা ছাড়া সেই পদমর্যাদার অধিকার পূর্ণ হয় না, তাই সফল নিগরান তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, সময় ও সম্পদ ত্যাগ করে দ্বীনি কাজকে এগিয়ে নেয়। ✸ নিগরানদের জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন এবং তারপর এর উপর আমল করা জরুরী, তারা তাদের সাথে এমন ইসলামী ভাইদের রাখবে, যারা জ্ঞান ও দক্ষতায় তাদের থেকে উত্তম, এর ফলে তারা নিজেরাও জ্ঞান ও দক্ষতায় উন্নতি করবে। ✸ নিগরানের আচরণ স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। ✸ নিগরানদের সেসব কাজ ও কথা এড়িয়ে চলতে হবে, যেগুলোতে আঙুল তোলা যেতে পারে। ✸ যদি আপনার সাথে কাজ করা লোকেরা আপনার প্রতি খুশি থাকে, তাহলে কাজের মধ্যে উন্নতি হবে, তাই পরিবেশকে ভালো এবং আনন্দদায়ক রাখুন এবং অস্বস্তি এড়িয়ে চলুন। ✸ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট যারা আসেন তবে তিনি তাদের দুঃখ ভুলিয়ে দেন, আমাদেরও এমন হওয়া উচিত। ✸ নিজের প্রশংসাকে পছন্দ করা ভালো নয়, এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যে, আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করা উচিত, এটি দূর করার চেষ্টা করুন, তবে অন্যদের উৎসাহিত অবশ্যই করতে থাকুন। ✸ বাস্তবতা হলো যে, যেই দ্বীনি কাজ আমাদের দ্বারা হয়, তা যদি আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হয়, তবে তাই হলো দ্বীনি কাজ অন্যথায় তা

www.dawateislami.net

হয়ইনি। ✸ প্রত্যেক নিগরান ও যিম্মাদারের উচিত যে, তারা একনিষ্ঠতার অভাব, সম্মান প্রাপ্তি বা প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে থাকা। ✸ আপনার মানুষের প্রতি আচরণ এবং ভালো ব্যবহার আপনার প্রজ্ঞা ও প্রশিক্ষণ প্রকাশ করে। ✸ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও পুস্তিকাসমূহ নিজেও পড়ুন এবং বিতরণ করুন। ✸ বিশ্বস্ততা যিম্মাদারী দিয়ে নয়, যিম্মাদারী নিয়ে দেখা হয়। ✸ যার থেকে "অনিষ্টতার ভয় নেই, সে ধন্য ও সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে। ✸ ভাল নিগরানের একটি গুণ হলো, সে মানুষের কথা সম্পূর্ণ এবং মনোযোগ দিয়ে শোনে আর কথার মাঝে কথা বলে না। ✸ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সকলের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন।✸মিশুকতার রূহ হলো মুচকি হাসি আর ভালোবাসা ও মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা। ✸ শোনার সক্ষমতা একজন ভাল নিগরানের জন্য অপরিহার্য। ✸ যে কথা আপনি কাউকে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছাতে চান, তবে আপনার কথা শেষ করার পর জিজ্ঞেস করুন যে, আপনি কী বুঝলেন? ✸ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলো যে, আপনাকে জানতে হবে যে, আমাকে এই কাজ করতে হবে এবং যে কোন ভাবে করতে হবে, রোডম্যাপ (Roadmap) থাকা জরুরী (রোডম্যাপ মানে হচ্ছে, কাজ শুরু হওয়ার আগে এর পরিকল্পনা করা)। ✸ প্রশিক্ষণ সেশনে যখন কোন কাজের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার পর সেই কাজের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন-উত্তর পর্ব করা উচিত। ✸ ট্র্যাক রেকর্ড (Track Record) অর্থাৎ পূর্ববর্তী কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত, বেশি লক্ষ্য নির্ধারণ করলে যিম্মাদাররা ঘাবড়ে যেতে পারে। ✸ বান্দাকে বাস্তববাদী হওয়া উচিত। ✸ লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযুক্ত ইসলামী ভাইদের নির্বাচন এবং

www.dawateislami.net

তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরী। ✱ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দাওয়াতে ইসলামীর শুরুর মাদানী মারকায গুলযারে হাবীব মসজিদ করাচিতে একা বয়ান করতেন, অতঃপর দক্ষ ইসলামী ভাইদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরও মুবাল্লিগ বানিয়েছেন। ✱ তিনি একই সময়ে একাধিক ইসলামী ভাইকে আপনার বিকল্প হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করুন। ✱ ট্রেনিং সেশন আয়োজন করতে থাকুন, এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে উভয় পদ্ধতিতেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। ✱ নিজের গুণাবলীকে জানা এবং সেগুলো ব্যবহার করে দ্বীনি কাজ বৃদ্ধি করুন। ✱ নিজের চিন্তাকে ইতিবাচক এবং মনোবল দৃঢ় রাখুন, ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিক সমস্যায় কখনো ঘাবড়াবেন না। ✱ আল্লাহ পাক আমাদের এমন পরিস্থিতিতে না আনুক, যাতে আমরা দ্বীনি কাজ থেকে দূরে বা অলস হয়ে যাই এবং কেউ আমাদের বুঝাতে আসুক যে, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ করুন। ✱ ধারাবাহিক ভাবে দ্বীনি কাজ করুন, নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ✱ কৌশল এবং মাদানী মারকাযের প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী এগিয়ে চলুন। ✱ একজন সফল নিগরান দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকে। ✱ নেতা (Leader) (সম্প্রদায়ের অলসতা বা উদাসীনতা দেখে) পরিবর্তন হয়ে যায় না, বরং সম্প্রদায়ের ভাগ্য পরিবর্তন করেন। ✱ নেতৃত্ব (Leadership) নিজের ইসলামী ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ এবং মননশীলতা তৈরি করা। ✱ যখন নিগরান ও যিম্মাদার কোন কাজ করতে মনস্থির করে, তখন সেই কাজ হয়ে যায়। ✱ আপনার দেশ/ প্রদেশ/ জেলা/ বিভাগে মাদানী চ্যানেল ঘরে ঘরে চালু করা, নিগরান ও যিম্মাদারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ✱ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর

www.dawateislami.net

বরকতে আমাদের ও আমাদের বংশের আকীদা সংরক্ষিত হচ্ছে এবং নেক আমলের উৎসাহ পেয়ে যাচ্ছি। ✸ কাজ করলে নাম হয় কিন্তু আমরা নামের জন্য নয় বরং আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য দ্বীনি কাজ করবো।

বে নিশানোঁ কা নিশাঁ মিটতা নেহী,
মিটতে মিটতে নাম হো হি জায়ে গা। (হাদায়িকে বখশিশ)

ভিন্ন ভিন্ন মাদানী ফুল

✲ শুধু ব্যস্ত থাকাই যথেষ্ট নয় বরং ফলপ্রসু (Resultant) ও কার্যকর (Fruitful) ব্যস্ততা জরুরী। এটি এই বিষয়টি দ্বারা বুঝুন , যে ৩০ হাজার টাকা উপার্জনে অবসর পায় না সে কি ৩ লাখ টাকা উপার্জন করতে পারবে? ✲ বড় পদমর্যাদা পেয়ে গেলে তবে চিন্তাধারায় (Thought) প্রসারতা (Expansion) আনা সেই পদের চাহিদা হয়ে থাকে, অন্যথায়, তবে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না। ✲ মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, মুসলমানদের সবধরনের ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানো দাওয়াতে ইসলামীর দায়িত্ব। ✲ যখন কাউকে যিম্মাদারী দিবেন, তখন তাকে সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যও দিন, অন্যথায় সে সঠিকভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারবে না। ✲ শৃঙ্খলাকে (Discipline) ভালোবাসুন, এটি ছাড়া জীবন, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং দেশ চলতে পারে না। ✲ দাওয়াতে ইসলামীর উপর বোঝা (Burden) হওয়ার পরিবর্তে, এর সম্পদ (Asset) হোন। ✲ জীবিত মানুষের দুশ্চিন্তা আসবে না, এটি হতে পারে না। ✲ যেকোনো সাংগঠনিক সমস্যাকে রোগে (Disease) পরিণত হতে দেবেন না, দ্রুত চিকিৎসা (Treatment) করান, অন্যথায়

www.dawateislami.net

অপারেশন (Operation) করাতে হতে পারে, যা আরও বেশি কষ্টদায়ক হবে। ✻ দাওয়াতে ইসলামীর প্রত্যেক দ্বীনি কাজের উদ্দেশ্য জান্নাত প্রাপ্তি হওয়া উচিত।

রজব, শাবান এবং রমযানের প্রস্তুতি

১) আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "রজব শরীফের মাস এলে তো আমার আত্মা আনন্দিত হয়ে যায়, কেননা রজব শরীফের মাস হলো রমযান মাসের দরজা।"

২) রজব মাসে সেহরী ইজতিমা এবং নফল রোযার কার্যক্রম চালানোর জন্য আমল সংশোধন বিভাগের যিম্মাদারদের সক্রিয় (Active) করুন।

৩) শবে মেরাজ এবং শবে বরাতের ইজতিমার সংখ্যা ও ব্যবস্থাপনা সবদিক দিয়ে শক্তিশালী করুন।

৪) প্রতি মাসে গেয়ারভী শরীফের একদিন আগে ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, পাকিস্তান মুশাওয়ারাত এবং ইসলামী বোনদের আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারা অফিস থেকে সকল যিম্মাদারদের গেয়ারভী শরীফ উদযাপনের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিন।

সম্পূর্ণ রমযান মাস এবং শেষ দশকের ইতিকাফ

৫) রমযানের ইতিকাফ দাওয়াতে ইসলামীর সবচেয়ে বড় এবং প্রধান ইভেন্ট (Main Event)। এই ইভেন্টের প্রস্তুতি সর্বদিক দিয়ে

www.dawateislami.net

আগেভাগে নিন, যেমন; (ইতিকাফের জন্য মসজিদ নির্বাচন, ইতিকাফের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ, অংশগ্রহণ কারীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য মুবাল্লিগ, ইতিকাফের জাদুয়াল নিগরান, ইতিকাফের হালকা নিগরান, সাহেরী ও ইফতারের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)।

৬) এক মাস এবং শেষ দশকের ইতিকাফের মাধ্যমে নতুন দেশ এবং শহরে দ্বীনি কাজ শুরু করুন। পাকিস্তানের আশেপাশের এলাকায় বিশেষভাবে ফোকাস করুন। দক্ষ মুবাল্লিগ এবং কাফেলা পাঠিয়ে সেখানে ইতিকাফ করান অথবা তাদের নিকটবর্তী শহরে আয়োজিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করান।

৭) এই বছরও বিভিন্ন দেশ থেকে পুরো রমযান মাস বা শেষ দশকের ইতিকাফের জন্য আশিকানে রাসূল আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে আসবে। নিগরান ও যিম্মাদাররাও নিজেদের দেশে এখন থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু করুন (নাম লিপিবদ্ধ করুন, ভিসা প্রসেসিং ইত্যাদি করুন)।

৮) ইসলামী বোনদের আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাত, সারা পৃথিবী থেকে এক মাস এবং শেষ দশকের ইতিকাফকারী মুহরিমের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন অতঃপর সেই লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়মিত ফলোআপ করুন। লক্ষ্য: ২৮ জানুয়ারী ২০২৫। (২৭ রজব ১৪৪৬ হিজরী)।

৯) চাঁদ রাতে (১ শাওয়াল) বিশেষত পাকিস্তানে কাফেলা সফর করে থাকে, অন্যান্য দেশের নিগরান ও যিম্মাদাররাও চাঁদ রাত অথবা ঈদের দিনগুলোতে নিজ নিজ দেশে কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

১০) প্রত্যেক নিগরান ও যিম্মাদার বিশেষত প্রাদেশিক/ ডিভিশন/ ডিস্ট্রিক্ট নিগরান, জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার শিক্ষক ও নাযিম, প্রাদেশিক, ডিভিশন, ডিস্ট্রিক্ট, তেহসিল পর্যায়ের কাফেলা ও আমল সংশোধন, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা যিম্মাদার ইত্যাদি এই বছর এক মাস বা শেষ দশকের ইতিকাফে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

১১) যেসব যিম্মাদার কোন কারণে সম্পূর্ণ ইতিকাফ করতে পারবে না, তারা ইতিকাফের মসজিদে বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করুন, নিজের কাজের জন্য প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়ারও রুটিন বানিয়ে নিন।

১২) শিডিউল ডিপার্টমেন্ট থেকে রীতিমতো নিগরান ও যিম্মাদারদের রমযান ইতিকাফের জাদুয়াল দেয়া হবে। লক্ষ্য: ২৮ জানুয়ারী ২০২৫ ইং (২৭ রজব ১৪৪৬ হিজরী)

১৩) পাকিস্তানজুড়ে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচিতে পুরো এক মাসের ইতিকাফের প্রাদেশিক ভিত্তিতে এবং বিভাগের ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। লক্ষ্য: ১১ জানুয়ারী ২০২৫ইং (১০ রজব ১৪৪৬ হিজরী)

১৪) ইতিকাফের জন্য শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছাত্ররা এবং জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে ফোকাস করুন। তবে অল্প বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করবেন না।

১৫) এই বছর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচিতে ৫,০০০ এমন ইসলামী ভাইদের এক মাসের ইতিকাফে অংশগ্রহণ করান, যারা গুরুগম্ভীর, বুদ্ধিমান এবং দ্বীনি কাজ করার উপযুক্ত,

www.dawateislami.net

যাতে ইতিকাফে বা ইতিকাফের পর তাদেরকে সাংগঠনিক যিম্মাদারী দেয়া যায়। বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হবে। হাজী মুহাম্মদ মাশকুর আত্তারী এবং সাজিদ আত্তারী, নিগরানে পাকিস্তান মুশাওয়ারাত হাজী মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী, রুকনে শূরা হাজী মুহাম্মদ ফুযাইল আত্তারীর পরামর্শে এর প্লানিং করুন। লক্ষ্য: ১১ জানুয়ারী ২০২৫ইং (১০ রজব ১৪৪৬ হিজরী)

১৬) এক মাস ও শেষ দশকের ইতিকাফের মাধ্যমে নতুন স্থানে ইতিকাফের আয়োজন করে সারাবছর দ্বীনি কাজ বাড়ানোর পরিকল্পনা করুন। লক্ষ্য: ১১ জানুয়ারী ২০২৫ইং (১০ রজব ১৪৪৬ হিজরী)

১৭) ইতিকাফে অংশগ্রহণ কারীদের তথ্য (এক মাস ও শেষ দশক) ডাটা বিভাগের নির্ধারিত ফরম্যাট ও পদ্ধতি অনুযায়ী সংগ্রহ করুন, এতে কোনো ত্রুটি বা দূর্বলতা যেন না থাকে। পাকিস্তান মুশাওয়ারাত অফিস, কাফেলা বিভাগ, ইতিকাফ মজলিশ এবং ডাটা বিভাগ মিলে একে শক্তিশালী করুন।

১৮) রমযান মাসে বিভাগসমূহের ইফতার ইজতিমায় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট লোকদের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। লক্ষ্য: ১১ জানুয়ারী ২০২৫ইং (১০ রজব ১৪৪৬ হিজরী)

১৯) রমযান ইতিকাফ বিভাগের মজলিশ নিগরান, এই বিভাগ সমূহের মজলিশ নিগরানের (আশেপাশের এলাকা, নিউ সোসাইটি ডিপার্টমন্টে, উশর বিভাগ, মসজিদের ইমাম, ফয়যানে মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা বয়েজ, মাদরাসাতুল মদীনা বয়েজ, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা) সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি বিভাগের জন্য ইতিকাফের স্থান এবং

www.dawateislami.net

দক্ষ মুবাল্লিগ নির্বাচন করুন। লক্ষ্য: ১১ জানুয়ারী ২০২৫ইং (১০ রজব ১৪৪৬ হিজরী)

২০) ইতিকাফে অংশগ্রহণ কারীদের সংখ্যা যথাযথ হলে শেখা শেখানোর প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হবে। اِنْ شَآءَ الله

২১) রমযান মাসে প্রতিদিন আসরের পর এবং তারাবীর পর লাইভ মাদানী মুযাকারা হয়ে থাকে, এক মাসের ইতিকাফে প্রথম ১৯ দিন মসজিদের বাইরে অডিও-ভিডিও এবং শেষ দশকে এক ঘণ্টা ১২ মিনিট শুধুমাত্র অডিও মাদানী মুযাকারা শোনানোর ব্যবস্থা করুন।

২২) ফয়যানে মদীনা বিভাগ এবং মসজিদের ইমাম বিভাগ নিজেদের প্রত্যেক মসজিদে ইতিকাফের প্রস্তুতি নিন। প্রয়োজনে ইমাম সাহেবকে ইতিকাফের জাদুয়াল নিগরানও বানিয়ে দিন।

মাদানী মাশওয়ারা এবং শিডিউল

২৪) মাদানী মাশওয়ারার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন, যেই মাদানী মাশওয়ারা সরাসরি করা নির্ধারিত, তা সরাসরি এবং যা অনলাইনে নির্ধারিত, তা অনলাইনেই করুন। এতে পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকুন।

২৫) নিগরান ও বড় যিম্মাদার (ডিস্ট্রিক্ট/ ডিভিশন/ প্রাদেশিক নিগরান এবং পাকিস্তান পর্যায়ের যিম্মাদারগণ) জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনায় নাযিম সাহেব থেকে অগ্রীম সময় নির্ধারণ করে সেখানে হাজেরী দিন এবং মাসিক স্বনির্ভরতা, ব্যবস্থাপনায় সহায়তা, সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ এবং ১২টি দ্বীনি কাজের অনুপ্রেরণা দিন।

www.dawateislami.net

রজব থেকে শাওয়াল ডোনেশনের জন্য চেষ্টা করুন

২৬) দ্বীনি কাজ চালিয়ে যেতে এবং প্রসার ঘটাতে ডোনেশন সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক, (বিশেষত ১লা রজব থেকে ১০ শাওয়াল) দাওয়াতে ইসলামীর চাহিদা অনুযায়ী সকল নিগরান এবং বিভাগের যিম্মাদারগণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোনেশন সংগ্রহ করবেন।

ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ

২৭) ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে।

২৮) ব্যবসায়ী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের রীতিমতো পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচি ভিজিট করানোর ব্যবস্থা করুন।

২৯) শহরের বড় ওলামা ও মাশায়িখদের সাথে শূরা সদস্য/ প্রাদেশিক নিগরান এবং ডিভিশন নিগরান নিজেরাই যোগাযোগ রাখুন।

ইসলামী বোনদের দ্বীনি কাজ

৩০) ইসলামী বোনদের দ্বীনি কাজ ইসলামী ভাইদের থেকে কম নয়; বরং কোনো কোনো স্থানে বেশি।

দারুল মদীনা স্কুল সিস্টেম

৩১) যেসব দেশে দারুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেখানকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দারুল মদীনা মজলিশের নির্ধারিত নীতিমালা

www.dawateislami.net

অনুযায়ী অন্যান্য দেশে পরিকল্পনার মাধ্যমে দারুল মদীনা স্কুল সিস্টেম চালু করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه যুক্তরাজ্যে এই বিভাগের উন্নতি শীর্ষস্থানে রয়েছে। লক্ষ্য: ১ জানুয়ারী, ২০২৫ইং

কাফেলা ইজতিমা

৩২) ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ইং ভরপুর কাফেলার প্রস্তুতির কাজ চালমান রাখুন। ডিস্ট্রিক্ট ও তেহসিল পর্যায়ে কাফেলা ইজতিমার আয়োজন করুন। (প্রাদেশিক পর্যায়ে রীতিমতো প্রাদেশিক অফিস থেকে প্রাদেশিক নিগরানের পরামর্শে শিডিউল বানান যে, কবে? কোথায়? কখন? কোন পর্যায়ের ইজতিমা হবে? মুবাল্লিগ কে হবে? ইত্যাদি) লক্ষ্য: ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ইং

ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পর্যালোচনা

৩৩) প্রাদেশিক ও ডিভিশন নিগরান, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টকে সপ্তাহে কমপক্ষে এক ঘণ্টা দিবেন, যেখানে প্রদেশ/ডিভিশনের বর্তমান আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করুন, দূর্বলতা চিহ্নিত করে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৩৪) আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করা, সমস্যা সমাধান করার পাশাপাশি এই দূর্বলতা ও সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণগুলিও দূর করুন।

৩৫) ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগের সহযোগীতায় জামেয়াতুল মদীনা, আবাসিক মাদরাসাতুল মদীনা, বিভিন্ন কোর্সের রান্নাঘর এবং ইউটিলিটি বিল মাসিক ভিত্তিতে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করুন এবং

www.dawateislami.net

প্রতিমাসে এর কার্যবিবরণীর পর্যালোচনা মজলিশ নিগরান এবং ফিডব্যাক ডিপার্টমেন্ট (পাকিস্তান অফিস) এর মাধ্যমে পাকিস্তান মুশাওয়ারাতের নিগরানকে প্রদান করুন। লক্ষ্য: প্রতিমাসের ১২ তারিখ।

৩৬) বিভাগ সমূহের মজলিশ নিগরান, মালিয়াতের মজলিশ নিগরান (হাজি মুযযাম্মেল আত্তারী) থেকে অগ্রিম সময় নিয়ে এবং পরামর্শ করে নিজের বিভাগের আয়ের ও ব্যয়ের মাসিক হিসাব পর্যালোচনা করুন, মাসিক স্বনির্ভরতাকে নিশ্চিত করুন এবং ফিডব্যাক ডিপার্টমেন্ট (পাক অফিস) এর মাধ্যমে প্রতি মাসের কার্যবিবরণী পাকিস্তান মুশাওয়ারাত নিগরানকে প্রদান করুন। লক্ষ্য: প্রতিমাসের ১২ তারিখ।

শিক্ষা বিভাগ

৩৭) শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ আরও বৃদ্ধি করুন।

৩৮) শিক্ষা বিভাগের যিম্মাদার নিযুক্ত করার পর তাদের বিভাগের নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী দ্বীনি কাজ করার প্রশিক্ষণও প্রদান করুন।

ফয়যান অনলাইন একাডেমী

৩৯) اَلْحَمْدُ لِلّٰه ফয়যান অনলাইন একাডেমীর উন্নতি উল্লেখযোগ্য। আরও মার্কেটিং করুন। মজলিশ নিগরান মার্কেটিংয়ের পরিকল্পনা তৈরি করে বাস্তবায়ন করুন। লক্ষ্য: ১৫ শাবান ১৪৪৬।

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর ভবন ব্যবহার

৪০) সারা বিশ্বের দাওয়াতে ইসলামীর ভবনসমূহ (ফয়যানে মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা, দারুল মদীনা ইত্যাদি) পর্যালোচনা করুন। কোন ভবনে কি কি দ্বীনি কাজ হচ্ছে? আরও কীভাবে দ্বীনি উপকারীতা গ্রহণ করা যায়? দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরয়ী নির্দেশনা নিয়ে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। (যেমন; একটি মাদরাসাতুল মদীনায় ছুটির পর কোন দ্বীনি কাজ করা যায়। প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, সাপ্তাহিক সম্মিলিত মাদানী মুযাকারা, মাদানী কোর্স ইত্যাদি)। লক্ষ্য: ১৫ শাবান ১৪৪৬।

৩০ জুমাদিউল উলা, ১৪৪৬ হিঃ, ৩ ডিসেম্বর ২৯২৪ ইং

www.dawateislami.net